প্রকাশকের কথা

ধরুন, পাঁচজন বন্ধু একসাথে দুঘণ্টা সময় কাটালো। নিশ্চয় সেখানে হরেক রকমের আলোচনা হবে, নানা টপিক থাকবে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, সেখানে অবশ্যই 'বিয়ে' ইস্যু আলোচনার এজেন্ডায় থাকবে। 'বিয়ে' ব্যতিরেকে কি আড্ডা জমে? একবার ভাবুন তো, এই জীবনে আাপনার মুখ থেকে কতবার 'বিয়ে' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাচেলর জীবনের কল্পিত রোমাঞ্চ মানেই তো বিয়ে। জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত বিয়ে আড্ডার ইস্যু হলেও বাস্তবতা কিন্তু আলাদা। কখনো তা ভালো লাগা আর উচ্ছাসের বাঁধ ভাঙ্গার জোয়ার, আবার কখনো তা বিচূর্ণ আয়নার টুকরো টুকরো খণ্ড।

বিয়ে জীবন চক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিয়ের মাধ্যমেই দুজন নর-নারী পূর্ণতা লাভ করে। একইসাথে স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ববোধের নাম বিয়ে। বিয়ে তো সেই চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পুরুষকে একজন নারীর সাথে অতি ঘনিষ্টভাবে বসবাস, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও দৈহিক চাহিদা ভাগাভাগি করে নিতে স্বীকৃতি দেয় এবং উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বিয়েপূর্ব ফ্যান্টাসি, বিয়ে সময়কালীন বাস্তবতা এবং বিয়ে পরবর্তী অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। মূল সঙ্কট বিয়ের দর্শনের ভিন্নতা। অথচ বিয়ের দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে ধর্মে আর প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় অনেক আগেই। বর্তমান তারুণ্যের এসবে পাত্তা দেয়ার সময় কোথায়? বস্তুবাদী দর্শনে ব্যক্তিস্বার্থই যেখানে 'পরম', সেখানে বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট চুক্তি, অধিকার নিয়ে বসে থাকার সময় যে নাই! সুলেখিকা রেহনুমা বিনত আনিস বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, সঙ্কট ও বাস্তবতার এক দারুণ স্কেচ এঁকেছেন 'বিয়ে' বইয়ে। সাহিত্যের সঞ্জিবনী রস থাকছে গল্পে, সাথে থাকছে সিরিয়াস কিছু আলাপ। গল্প আর প্রবন্ধের এক দারুণ মিশেল।

বিয়ে নিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন, চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সহায়ক পাঠ্য হবে 'বিয়ে' বই ইনশাআল্লাহ। সম্মানিতা লেখিকা এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর পুরো টিমের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভালো থাকুন। চলুন, 'বিয়ে' বইটি পড়তে শুরু করি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭

লেখিকার কথা

'বিয়ে' ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু ওজন অনেক ভারী। বিয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা আর স্বপ্নের রংধনু। বিয়ে কেবলমাত্র দুজন ব্যক্তির একত্রে বসবাস নয়; বরং এটি দুটি পরিবার এবং কখনো দুটি গোষ্ঠীর সম্পর্কের নির্ণায়ক। বিয়ের পরে একজন মেয়ের কাঁধে শুধুমাত্র একজন পুরুষের নয়; বরং পরিবারের সকলের হৃদয় জয় করার দায়িত্ব এসে যায়। এ দায়িত্ব পালন করা কতটা সহজ বা কঠিন হবে তা মেয়েটির নিজের সদিচ্ছার ওপর যতটা নির্ভর করে, ঠিক ততটাই নির্ভর করে নতুন পরিবারের মানুষগুলোর মনমানসিকতার ওপর। অনেক ক্ষেত্রেই নবাগতার ওপরে নতুন পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক বিরাট চাহিদা ও চাপ সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এসে এই চাহিদা ও চাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া মেয়েটির পক্ষে অনেক কঠিন তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শাশুড়ির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে। শাশুড়ি হিসেবে অধিকাংশেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না। মেয়ে বিয়ে দিলে তবু কালেভদ্রে বেয়াইগোষ্ঠীকে দাওয়াত করে খাওয়ানো কিংবা খোঁজখবর নিয়েই দায়িত্ব সম্পাদন করা যায়। কিন্তু ছেলেকে বিয়ে করালে ঘরে এমন এক আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ঘটে, যে কি না স্নেহের সন্তানকে তাঁর সাথে ভাগ করে নেবে, যার সাথে ওঠাবসা হবে প্রতিনিয়ত। এত বছরের একচ্ছত্র অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কি একদিনে ছেড়ে দেয়া যায়? আধিপত্যবাদী চিন্তা ও হারানোর ভয় থেকে শুরু হতে পারে নানাবিধ পারিবারিক সমস্যা।

শাশুড়ি মুরুব্বী হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয় তিনি বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। কিন্তু জন্মের পর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আতিশয্য তাঁকে অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে যা তাঁর দায়িত্বশীলতার অনুভূতিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হবার সুবাদে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন এবং এর ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাই বউদের কষ্ট পাবার কাহিনি যত শোনা যায়, শাশুড়িদের তত না।

সূচীপত্র

প্যাকেট না প্রোডাক্ট? ১৩
ভালো বর পেতে হলে ১৯
তুমি ছিলে গো মোর প্রার্থনায় ২১
বিয়ে একটি উত্তম বন্ধুত্ব ২৫
বিয়ে না হলে নাইবা হলো ৩৩
অনেক কিছুই আসে যায় ৩৯
প্রতিটি ফোঁড়েই জীবন ৪২
যেমন কর্ম তেমন ফল ৪৮
হঠাৎ বিয়ে ৫৪
স্বপ্নভঙ্গ ৬২
মহাকাব্য ৬৯
এপার ওপার ৭৯
প্রত্যুষের প্রত্যাশা ৮৫
মিথ্যা ৯১
আলোর দিশা ৯৮
একজন বেহেস্তী নারী ১০৫
যুদ্ধ ১১২
অমানুষ! ১২২
ব্যথা ১২৮
প্রশান্তি ১৩৫
পরিচয় ১৪৪
অনন্ত পথের সাথি ১৫০

খাঁটি জিনিসের মূল্যায়নের যোগ্যতা ও মানসিকতার বিলোপ এখন আর শুধুমাত্র বস্তুগত নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা বাহ্যিক দিক বিবেচনায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের কথা ভাবুন। কোনো কিছু জানার আগেই প্রশ্ন আসে, মেয়ে দেখতে কেমন এবং ছেলে কী করে?

একবার ভেবে দেখুন তো, জীবনের বন্ধুর পথে পরস্পরের হাত ধরে চড়াই-উৎরাই পাড়ি দেয়ার জন্য প্রশ্ন দুটো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক? বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সমস্ত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বৈবাহিক জীবনে সুখের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকা বড়জোর ছ'মাস থেকে একবছর। তারপরে সম্পর্ক টিকে থাকে স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলিকে কেন্দ্র করে নতুবা স্বামীর সহনশীলতা ও মানবিক গুণাবলিকে অবলম্বন করে। আপনারা কি কখনো দেখেননি পরীর মতো সুন্দরী বউকে দু'এক বছরের মাথায় মুটিয়ে যেতে, মেদবহুল চামড়া ঝুলে পড়তে? অথবা কালো বউটিকে ফর্সা সুন্দরী হয়ে যেতে? চাকরি, ব্যবসা, পয়সা হতেও দেরি নেই, যেতেও দেরি নেই। অনেক ধনী মানুষ মুহূর্তে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন– এমন উদাহরণ নিজ চোখে না দেখলেও শোনেননি বা জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু শুধু পয়সা দিয়ে যদি ভালোবাসা কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর সব ধনী ব্যক্তিরাই সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করতেন। এটি যে সবসময় বাস্তবে ঘটে না, তার ভুরিভুরি উদাহরণ তো সকলেই জানেন। তাহলে ভাবুন আমরা কত ঠুনকো বিবেচনার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতার চিন্তা করি এবং মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সন্তানদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি!

মহান আল্লাহ বলেন,

> 'আর এর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর রূম: ২১